বাংলাদেশ দূতাবাস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল

Embassy of the
People's Republic of Bangladesh
Brasilia, Brazil

বিবিআর /অ্যাডমিন/পি আর-৪৬১/ ১৯৬১

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রাসিলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান বিজয় দিবস-২০২২ পালিত

ব্রাসিলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে । সকাল নয়টায় জাতীয় সঙ্গীতের সাথে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচিত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পালিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফুয়াদ হাসান পরাগ ও সামরিক এটাশে কমোডোর সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন আহমেদ । এ সময় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রদত্ত বিশেষ বাণী পাঠ করা হয় । বিজয় দিবসের তাৎপর্যকে প্রতিপাদ্য করে মূল বক্তা হিসেবে দূতাবাসের সামরিক এটাশে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং ৭১-এ দেশজুড়ে গণহত্যা ও পাশবিক নির্যাতনের বেদনাময় ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করেন। পাশাপাশি বিশ্বসভায় বাংলাদেশের এই রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরনীয় অবদানের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবন, স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অসামান্য ভূমিকা এবং যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্ত্বা। আধুনিক সামরিক বাহিনী গঠনে জাতির জনকের দূরদর্শী নেতৃত্ব তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন। ভাষা আন্দোলনসহ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকান্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদ-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ব্রাসিলিয়াতে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন । এ পর্যায়ে সকলের অংশ গ্রহণে পুনরায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। সামরিক এটাশে কমোডোর সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন আহমেদ আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বিজয় দিবসের চেতনা ও তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স দূতাবাস পরিবার ও আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

***